যায়যায়দিন
তারিখ ... JUN. 30 2006
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকাসক্ত বাড়ছে

ম্ফ মল্লিক

মেট্রো স্পেশাল

া-কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢুকে ছে নেশার জগতে। বাড়ছে ক্ষার্থীদের মধ্যে মাদকসেবীর খ্যা। মাদক নিরাময় কেন্দ্রগুলোতে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর খ্যাই বেশি বলে জানান চিকিৎসকরা। বুয়েট মেডিকাল কেও আসছে আসক্তরা চিকিৎসা নিতে। সঙ্গতি থাকায় কিৎসা নিতে পারছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বিত্তশালী বারের সন্তানরা। কিন্তু এ হিসাবের বাইরে অসংখ্য কিশোর-ণ রয়ে গেছে যারা টাকার অভাবে চিকিৎসা সুবিধার রকাছেও পৌঁছতে পারছে না।

কারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হস্টেলগুলোতেও মাদকের বিস্তার ছে। এতে বিস্মিত শিক্ষক; অভিভাবক ও চিকিৎসকরা। গের কঠিন বেড়াজাল এবং তদারকির মধ্যেও ছাত্ররা কিভাবে কাসক্ত হচ্ছে, এটা তাদের ভাবিয়ে তুলেছে। কর্মচারীদের মে হস্টেলের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রাণঘাতী মাদক পৌঁছে চ্ছ বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

য়ীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউটের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কিৎসক জানান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে কসেবীর সংখ্যা বেড়ে গেছে। বিশেষ করে গুলশান, বনানী, মন্ডির আসক্তরা ইয়াবা নামের এক ধরনের মাদকের ভক্ত হয়ে ছে। এর গায়ে ক্যাফেইন ও মরফিনের প্রলেপ দেয়া থাকে। সেবন করলে সাময়িকভাবে বিষণ্ণতা দূর হয়। আসক্তদের ংর ভাগই মনকে চাঙ্গা করার জন্য এটি গ্রহণ করে থাকে। ব মাদকদ্রব্যের বিভিন্ন ধরনের সাংকেতিক নামও দেয় কচক্রের সঙ্গে জড়িতরা।

থ থেকে শিশু-কিশোরদের সরিয়ে রাখায় শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে বলে জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই চিকিৎসক। তিনি বলেন, শিশু-কিশোররা শিক্ষকদের কথা বেশি শোনে। মাদকের কুফল সম্পর্কে স্কুলশিক্ষা চালু করা উচিত বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এছাড়া বিভিন্ন অনুষ্ঠানে মাদকের কুফল সম্পর্কে বলা যেতে পারে। মাদক সম্পর্কে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে ধর্মীয় নেতাদের।

আহ্ছানিয়া মিশনের প্রধান নির্বাহী কাজী রফিকুল আলম বলেন, মধ্য ও উচ্চবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা চিকিৎসা নেয়। আমাদের মাদক নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিভিন্ন শ্রেণীর স্কুলছাত্রদের চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। তাদের মধ্যে ছাত্রীরাও আছে। তবে এসব ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকে কঠোর গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়। সাধারণত বাড়িতে রেখেই মাদকাসক্ত ছাত্রীদের চিকিৎসা দেয়া হয়।

প্রসঙ্গত, ২০০৫-০৬ সালে তেজগাঁওয়ের সরকারি মাদক নিরাময় কেন্দ্রে মোট ৩ হাজার ৩৪৮ মাদকসেবীকে চিকিৎসা দেয়া হয়। তাদের মধ্যে ১৬২ জনের বয়স ১৮-এর নিচে। তবে বেশির ভাগই ১৮ বছরে পা দেয়ার আগে মাদক সেবন শুরু করেছে। জাতিসংঘের ড্রাগ কন্ট্রোল অফিসের হিসাব মতে, বিশ্বে ২০ কোটি মাদকসেবী আছে। বিচ্ছিন্নভাবে অনেক গবেষণা বা সমীক্ষা হলেও দেশে মাদকাসক্ত শিশু-কিশোরের কোনো পরিসংখ্যান নেই। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত এক সমীক্ষায় ১৮ বছরের নিচের মাদকাসক্তদের হিসাবে নেয়া হয়নি। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে দেশে মাদকসেবীর সংখ্যা ২৫ লাখ, যার বড় অংশই ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী।